ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ

প্রধান কার্যালয়
কৃষি ল্যাবরেটরী বিল্ডিং, কৃষি খামার সড়ক
ফার্মগেট,ঢাকা-১২১৫।
ফোন:০২-৯১৩১৫৮০,ফ্যাক্স:০২-৯১১৬৩৩২, ই-মেইলঃ dkibbd@gmail.com,ওয়েব- www.dkib.org

১৬/০৯/২০১৭ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণীঃ

অদ্য ১৬/০৯/২০১৭ খ্রিঃ শনিবার সকাল ১০.০০ ঘটিকায় আ.কা.মু গিয়াস উদ্দিন মিলকী অডিটরিয়াম, ফার্মগেট, ঢাকায় ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর জাতীয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সভাপতি জনাব এ.টি.এম আবুল কাশেম। সভা পরিচালনা করেন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত) জনাব মো: আলফাজ উদ্দিন।

সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত করেন জনাব মোঃ আবুল কাশেম, সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি, পবিত্র গীতা পাঠ করেন বাবু ক্ষিতিশ চন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক, ঢাকা জেলা শাখা।

জনাব এনামুল হক, এসএএও(অবঃ), পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ, মাহাবুবুল হক ভূঁইয়া, এসএএও (অবঃ), সদর, কিশোরগঞ্জ, সাদেকুজ্জামান শাহীন, এসএএও, সদর, কিশোরগঞ্জ, আবুল বশার, এসএএও, হিজলা, বরিশাল, আবদুল খালেক, এসএএও, পীরগঞ্জ, রংপুর ও গোলাম কিবরিয়া, এসএএও, সদর, নারায়নগঞ্জসহ গত সভার পর হতে যে সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদ মৃত্যু বরণ করেছেন তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করা হয় এবং যে সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদ অসুস্থ্য আছেন তাদের সুস্থ্যতা কামনা করে দোয়া করা হয়।

স্বাগত বক্তব্যে সভাপতি জনাব এ.টি.এম আবুল কাশেম উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান। সম্প্রতি বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের পাশে থেকে সার্বক্ষনিক ভাবে তাদেরকে সেবা প্রদান করার জন্য সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের প্রতি তিনি আহবান জানান। ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রাণের দাবি ১০ম গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়নসহ ডিকেআইবি কমপ্লেক্স ভবন নির্মানের লক্ষ্যে জমি বরাদ্দের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ এবং ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিরুদ্ধে এবং বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে সে অর্থ আত্মসাতকারীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার জন্য আহবান জানান। তিনি কেন্দ্রীয় ও জাতীয় কমিটি কর্তৃক গৃহিত সকল সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে উপজেলা, জেলা, অঞ্চল ও সংস্থাসহ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সকল নেতৃবৃন্দকে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালনের জন্য বিশেষভাবে নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি মহাসচিব(ভারপ্রাপ্ত) সাহেবকে আজকের সভার আলোচ্যসূচীর উপর আলোচনা করার আহবান জানান।

অতপর গত ২৯/০৪/২০১৭ ইং তারিখের জাতীয় কমিটির সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়।

ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মো: আলফাজ উদ্দিন, গত ২৯/০৪/২০১৭ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সভায় পর হতে অদ্যাবদি যে সকল কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে সে ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

সভায় উপস্থিত জাতীয় কমিটির সকল সদস্যবৃন্দের আলোচনা ও পর্যালোচনান্তে সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত সমূহ গৃহিত হলো।

আলোচসূচী-০১ঃ <u>বন্যা কবলিত কৃষকদের পাশে দাঁড়ানো এবং বন্যাত্তোর কালীন সময়ে কৃষকদের সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত।</u>

সিদ্ধান্ত-০১ঃ অতিরিক্ত বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যায় দেশের বিভিন্ন জেলায় দন্ডায়মান ফসলের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। কৃষকগণ এখন দিশেহারা। বন্যা, খরার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগে সার্বক্ষনিক ভাবে কৃষকদের পাশে থেকে তাদেরকে সহায়তা করাই এ মুহূর্তে সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পবিত্র ও মহান দায়িত্ব। পরিবেশ পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে লাগসই প্রযুক্তি সরবরাহ করে সরকার গৃহিত সকল কার্যক্রম ও সম্ভাব্য সকল প্রকার সহায়তা প্রদানের জন্য সকল ডিপ্লোমা কৃষিবিদেরকে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচী -০২ঃ <u>মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা কর্তৃক গৃহিত ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন প্রসঙ্গে।</u>

সিদ্ধান্ত-০২ঃ বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন শেখ হাসিনা বাংলার আপামর জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নে তথা দেশকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নিত করনের বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আর্থ সামাজিক উন্নয়নে ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ বিগত সময় থেকে অত্যন্ত সফল ভূমিকা পালন করে আসছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত কর্মসূচীতে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের স্ব-স্ব অধিক্ষেত্রে দায়িত্ব প্রাপ্ত সকল বিষয় বাস্তবায়নে বিশেষ করে কৃষি ক্ষেত্রে দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ন করনসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠির খাদ্য পুষ্টি সুরক্ষায় নিজেদের মেধা মনন ও দক্ষতা পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে, সততার সাথে এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে কৃষকদের স্বার্থ সংরক্ষণের মহান দায়িত্ব পালন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের জন্য সকল বিভাগ, সংস্থা ও অধিদপ্তরে কর্মরত সকল ডিপ্লোমা কৃষিবদদের বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হলো।

আলোচ্যসূচী-০৩ঃ <u>ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদের ১০ম গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়নের সর্বশেষ অগ্রগতি প্রসংগেঃ</u>

সিদ্ধান্ত-০৩ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদের ১০ম গ্রেড বেতন স্কেল বাস্তবায়নের জন্য গত ২০/০৭/২০১৭ইং তারিখে বেতন বৈষম্য দূরীকরণ সংক্রান্ত মন্ত্রীসভা কমিটির সভাটি অনিবার্য কারণবশত: স্থগিত হওয়ায় অত্র সভায় দুঃখ প্রকাশ করা হয় এবং অতিদ্রুত সভাটি পুনরায় আহবান করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-০৪ঃ <u>কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রসঙ্গে।</u>

সিদ্ধান্ত-০৪ঃ <u>(ক) বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনীর উপকরণ ও অর্থ আত্মসাত বন্ধ করা এবং বরাদ্দপত্র প্রদান করা।</u>

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করে চলেছেন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন উপজেলা, জেলা এবং অঞ্চল পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, প্রদর্শনী বাস্তবায়ন, কৃষকদের প্রশিক্ষণ উপকরণ সরবরাহ ও আনুষঙ্গিক কার্যক্রমের জন্য যে অর্থ বরাদ্দ থাকে সে সম্পর্কে কৃষকগণ এবং বাস্তবায়নে সহযোগী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণকে অবগত করানো হয় না। কতিপয় কর্মকর্তা প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ, উপকরণাদির পরিচ্ছন্নপত্র এবং বরাদ্দপত্র/ভাংতি বিবরণী প্রকাশ না করে গোপন রাখেন। এহেন অসৎ কর্মকান্ড করে যে সকল কর্মকর্তা কৃষকদেরকে বঞ্চিত করে দুর্নীতির সাথে জড়িত রয়েছেন এবং তাদের সহযোগী হিসেবে যারাই জড়িত থাকেন না কেন তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত সাপেক্ষে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও মাননীয় কৃষি সচিব মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো। এ মহৎ কাজে সহযোগীতা করে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী'র হাতকে

শক্তিশালী করার জন্য ডিপ্লোমা কৃষিবিদ এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত সকল স্তরের কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের সহযোগীতা কামনা করা হলো। সাথে সাথে কৃষকগণ যাতে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থ ও উপকরণাদি নির্দিষ্ট সময়ে পেতে পারে সে জন্যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দের অনুলিপি/ভাংতি বিবরণী উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট কৃষককে সরবরাহ করার জন্য উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষসহ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানানো হলো।

(খ) কৃষক প্রশিক্ষণে ডি. কৃষিবিদ এএইও/সমমানদের প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেওয়া।

কৃষক প্রশিক্ষনে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমানদের অংশ গ্রহণ তথা প্রশিক্ষণ ক্লাস নেওয়ার সুযোগ দেয়া হয় না। অথচ একজন জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা একই দিনে চাষী প্রশিক্ষনে ৪/৫ স্থানে অংশ গ্রহণ করে ভাতা গ্রহণ করে থাকেন। যাহা বৈষম্যমূলক আচরণ ও অর্থ আত্মসাতের সামিল বলে আমরা মনে করি- বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

(গ) প্রকল্প বাস্তবায়নে জড়িত ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের বিদেশ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

বিভিন্ন প্রকল্পে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য বিদেশ প্রশিক্ষনের যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কোন প্রকল্প থেকেই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে জড়িত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান এবং সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমানদের বিদেশ প্রশিক্ষনে পাঠানো হয় না। প্রকল্পের পিপিতে ধরা নেই এ অজুহাত দেখানো হয়। প্রকল্পের পিপি তৈরী করার সময় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য বার বার আবেদন করা সত্ত্বেও শুধুমাত্র নিরপেক্ষ প্রশাসন না থাকার কারণেই ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ বার বার বঞ্চিত হচ্ছেন বলে অত্র সভা মনে করেন। যা নিরসন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মাননীয় কৃষি মন্ত্রী এবং কৃষি সচিব মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

(ঘ) এসএপিপিও/সমমানদের নিয়োগ সংক্রান্ত অনিয়ম বন্ধ করা।

উপ-সহকারী উদ্ভিদ সংরক্ষণ কর্মকর্তা(এসএপিপিও) পদে পদায়নের ক্ষেত্রে প্রচলিত কোন রীতিনীতি, অভিজ্ঞতা, চাকুরীর দৈর্ঘ্য ইত্যাদি কোন কিছুই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ অনুসরণ করছেন না। ফলে জ্যেষ্ঠ মেধাবী কর্মকর্তাদের অবমূল্যায়ন করা হচ্ছে। এ জন্য সুষ্ঠু নীতিমালার মাধ্যমে নিরপেক্ষ ভাবে উক্ত পদে পদায়ন আবশ্যক।

আলোচ্যসূচী-০৫ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের প্রতি বৈষম্য মূলক আচারণ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-০৫ঃ (ক) সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদে (ফিডার পদে) চাকুরির মেয়াদ ০৫ বছর থেকে কমিয়ে ০১ বছর নির্ধারণ করণঃ-

বি.সি.এস কৃষি ক্যাডারের প্রারম্ভিক পদ কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদে ডিপ্লোমা কৃষিবিদ সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদ থেকে ২০% কোঠায় পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ যাহা মূলত ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষিত পদ। ডিপ্লোমা কৃষিবিদগণ চাকুরির মেয়াদের শেষ লগ্নে অর্থাৎ চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের ১, ২ বছর পূর্বে পদোন্নতি পেয়ে থাকেন, আবার অনেককেই পদোন্নতি না পেয়েই চাকুরী থেকে বিদায় নিতে হয়। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান ফিডার পদে চাকুরীর মেয়াদ ০৫(পাঁচ) বছর থেকে কমিয়ে ০১(এক) বছর নির্ধারনের জন্য মহাপরিচালক বরাবরে বার বার আবেদন নিবেদন করা সত্ত্বেও অদ্যাবদি কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নাই। ফলে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের প্রাপ্য সংরক্ষিত পদগুলি দীর্ঘদিন যাবৎ খালি আছে।

(খ) ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষিত পদে চলতি দায়িত্ব প্রদানঃ

উক্ত ২০% পদোন্নতি পদ শুধুমাত্র ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য সংরক্ষিত। সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদ থেকে কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদে দ্রুত পদোন্নতি অথবা উক্ত সংরক্ষিত পদগুলোতে চলতি দায়িত্ব প্রদানের জন্য কৃষি মন্ত্রণালয়ের সুপারিশ ও নির্দেশনা মোতাবেক আগ্রহীদের জন্য একটি তালিকা তৈরী করা হলেও মহাপরিচালক মহোদয় চলতি দায়িত্ব প্রদানের কোন পদক্ষেপ আজও গ্রহণ করেন নাই। যাহা অত্যন্ত দুঃখজনক।

(গ) বি.সি.এস (কৃষি) ক্যাডারের প্রারম্ভিক পদে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পদোন্নতি কোঠা ২০% থেকে ৩৩.৩৪% এ উন্নীত করণ প্রসঙ্গে।

বি.সি.এস (কৃষি) ক্যাডারের প্রারম্ভিক (কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান) পদে ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের পদোন্নতির কোঠা নীতিগত ভাবে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারদের ন্যায় ২০% থেকে ৩৩.৩৪% উন্নীত করনের ন্যায্য ন্যায়সংগত দাবীটি অদ্যাবদি বাস্তবায়ন করা হয় নাই। এতদসংক্রান্ত বিষয়ে কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর বরাবরে মতামত চাওয়া এবং পরবর্তীতে বার বার তাগিদ পত্র দেওয়া সত্ত্বেও প্রায় ০৭বছর যাবৎ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা থেকে কোন মতামত প্রদান করা হয় নাই। যাহা প্রশাসনিক নিরপেক্ষতার পরিপন্থি।

আলোচ্যসূচী-০৬ঃ **Revisit** পরিমার্জন/সংশোধনসহ বিলুপ্ত ডিপ্লোমা কৃষিবিদ কর্মকর্তাদের পদবী পুনঃস্থাপন বা সংযোজন প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-০৬ঃ হর্টিকালচার উইং এর আওতাধীন নার্সারী সমূহ পূর্বে ৫ একর ও ১০ একর তদুর্ধ নিয়মে ক্যাটাগরী ভূক্ত ছিল, অর্থাৎ ৫ একর পর্যন্ত একজন ওভারশিয়ার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ), ১০ একর পর্যন্ত নার্সারী সুপার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ), ১০ এককের উর্ধে হলে সহকারী উদ্যান তত্ত্ববিদ (কৃষিবিদ) নিয়োজিত ছিল। কিন্তু এখন কৃষিবিদ প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতা ও বিমাতাসুলভ আচারণের কারণে নতুন **Revisit** এ শহর কেন্দ্রিক ২.৮০ শতাংশের জন্যে একজন উপপরিচালক (কৃষিবিদ) আবার উপজেলা পর্যায়ে ১৩ একর ও ১৬ একর পর্যায়ে নার্সারী সুপার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ) কর্মরত আছেন। যেখানে সুবিধা ভালো সেখানে জায়গা কম হলেও "এ" ক্যাটাগরী নার্সারী তৈরী করে সেখানে উপপরিচালক (কৃষিবিদ) এর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এ বৈষম্য শুধুমাত্র কৃষিবিদ প্রশাসনের কারণেই সম্ভব হয়েছে। এমতাবস্থায় পূর্বের ন্যায় বিভাজন পুনঃবহাল করত ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের স্বার্থ সংরক্ষনের জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

আলোচ্যসূচী- ০৭ঃ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান পদে কর্মরতদের প্রেষণ/মৌখিক আদেশ বাতিল প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-০৭ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের **Revisit** এ ডিপ্লোমা কৃষিবিদদের জন্য প্রতি জেলায় এল.আর পদগুলি (৫৩৪টি পদ) অযৌক্তিকভাবে বিলুপ্ত করে দীর্ঘ দিন যাবৎ মাঠ পর্যায়ে সারাদেশে ব্লক খালি রেখে উপজেলায় উপজেলা কৃষি অফিস, জেলায় উপপরিচালকের কার্যালয় এবং অঞ্চলে অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের উন্নয়ন শাখায় প্রায় ৮০৯ জন ডিপ্লোমা কৃষিবিদ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদেরকে প্রেষণ আদেশ বা মৌখিক আদেশের মাধ্যমে অফিস সহকারীর কাজ করানো হচ্ছে। যাহা বিধি বহির্ভূত। কৃষি ও কৃষকের উন্নয়নে উক্ত আদেশ বাতিল করার জন্য মহাপরিচালক মহোদয়কে বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি প্রেষণ আদেশ বাতিল করেন নাই। ফলে মাঠ পর্যায়ে কৃষকগণ কৃষি প্রযুক্তির সেবা হতে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন-২০২১ ও ২০৪১ বাস্তবায়ন বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। এ ব্যাপারে মাননীয় কৃষি সচিব ও কৃষি মন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

আলোচ্যসূচী-০৮ঃ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদের এবং এএইও/সমমানদের গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদ করা প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-০৮ঃ (ক) নিয়োগ, অবসর, মৃত্যু, পদোন্নতি ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যের জন্য গ্রেডেশন তালিকা অত্যন্ত প্রয়োজন। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ২০০৮ সাল পর্যন্ত চাকুরী প্রাপ্ত এসএএও/সমমানদের একটি তালিকা বিদ্যমান আছে। উক্ত তালিকায় প্রয়োজনীয় সংশোধন এবং নতুন নিয়োগ প্রাপ্তদের তথ্য সন্নিবেশন করে একটি গ্রেডেশন তালিকা তৈরী করার জন্য বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও ডিপ্লোমা কৃষিবিদ এসএএও/সমমানদের তালিকা অদ্যাবদি হালনাগাদ করা হচ্ছে না।

(খ) এএইও/সমমানদের বিদ্যমান গ্রেডেশন তালিকা হালনাগাদ করা হলে পরবর্তী পদোন্নতি/চলতি দায়িত্ব, অবসর এবং অন্যান্য কার্যক্রমে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে সহজতর হবে, তাই বিদ্যমান গ্রেডেশন তালিকাটি হালনাগাদ করা একান্ত প্রয়োজন। এ ব্যাপারে মহাপরিচালক মহোদয় কোন প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নাই।

কৃষি মন্ত্রণালয়াধীন সকল অধিদপ্তর, দপ্তর, বিভাগ, সংস্থার প্রশাসনকে স্বচ্ছ, দক্ষ ও নিরপেক্ষ করে পক্ষপাতহীন আচরণ, ন্যায় বিচার এবং জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রশাসনিক সকল পদে প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা নিয়োগের জন্য অত্র সভায় পুনরায় জোর দাবি জানানো হলো। এ বিষয়ে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয়ের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

আলোচ্যসূচী-০৯ঃ কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি, উৎপাদিত ফসল ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-০৯ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটগুলোর অধীনে শত শত একর ফসলী জমি বিদ্যমান। উক্ত জমিতে সারা বছর ধান, সবজিসহ বিভিন্ন ফসল উৎপাদন, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়নসহ সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষনের জন্য প্রত্যেক এটিআইতে একটি করে ফার্ম ম্যানেজার (ডিপ্লোমা কৃষিবিদ) পদ বিদ্যমান ছিল। নতুন রিভিজিট এর মাধ্যমে উক্ত পদটি বিলুপ্ত করায় উক্ত জমি জমার উৎপাদিত ফসল, স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি ও আয়-ব্যয়ের কোন হিসাব নিকাশ সঠিকভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে না। এ জন্য উক্ত কৃষি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট গুলোর সমুদয় সম্পদ সুরক্ষা এবং মাঠের কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার স্বার্থে ফার্ম ম্যানেজার পদটি পুনঃবহাল/পুনঃসৃষ্টি করার জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

আলোচ্যসূচী-১০ঃ বাংলাদেশ কারিগরী শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক পরিচালিত কৃষি ডিপ্লোমা প্রশিক্ষায়তনগুলো শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধিনে ন্যস্ত করা প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-১০ঃ (ক) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আওতাধীন কৃষি প্রশিক্ষায়তনে (এটিআই) চলমান কৃষি ডিপ্লোমা শিক্ষা কার্যক্রম যুগপোযোগী ও মানসম্মত নয়। অধ্যয়নরত ছাত্র/ছাত্রীদের পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের ন্যায় ছাত্র বৃত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকার কারণে মেধাবী ছাত্র/ছাত্রীগণ কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে আগ্রহী হচ্ছে না। বিষয়টির প্রতি সুবিবেচনা করত: ছাত্র/ছাত্রীদের যুগপোযোগী করিগরী জ্ঞান বৃদ্ধিসহ সরকারী সকল সুযোগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে প্রচলিত কৃষি ডিপ্লোমা কোর্সকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ন্যস্ত করার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় কৃষি মন্ত্রী ও মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর সবিনয় হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

(খ) ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর সকল সমস্যা সমাধান কল্পে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের একজন পরিচালকের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করা হউক এবং উক্ত কমিটিতে ডিকেআইবির সভাপতি ও মহাসচিবকে অন্তর্ভূক্ত করার জন্য মাননীয় মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১১ঃ উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানদের সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা/সমমান পদে পদোন্নতি ও সিলেকশন গ্রেড প্রদান প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-১১ঃ (ক) ইতোমধ্যে গ্রেডেশন নং ৬০২০ পর্যন্ত এএইও/সমমানদের পদোন্নতি প্রদান করায় মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো। উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমান পদ থেকে সহকারী কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা পদে পদোন্নতির জন্য গ্রেডেশন নম্বর ৬০২১ থেকে ৬৬০৭ (চাকুরিতে ১ম যোগদানের তারিখঃ ১৩/০২/১৯৮২খ্রিঃ থেকে ১৯/১২/১৯৮২খিঃ) পর্যন্ত মোট ৫৮৭ জনের চাকুরি বহি, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সালের এসিআর, কৃষি ডিপ্লোমা সনদসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদি মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে আনয়ন পূর্বক পদোন্নতি প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

(খ) বেতন স্কেল/২০১৫ অনুযায়ী সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সিলেকশন গ্রেড প্রথা ১৪/১২/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত বহাল রাখা হয়েছে। সে মোতাবেক কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরে কর্মরত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা/সমমানগণ ১৪/১২/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত সিলেকশনগ্রেড পাবেন। মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর মহোদয় কর্তৃক প্রণীত তালিকা অনুসারে এতদ্বসংক্রান্ত শুন্য পদের সংখ্যা ৬১৮জন। তন্মধ্যে মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কার্যালয়ের ০২/১০/২০১৬ইং তারিখে ৯১৮৩ স্মারক নং আদেশে ২১/০৯/২০১৫ইং তারিখ পর্যন্ত শুন্যতার ভিত্তিতে ৪৪৪ জনকে সিলেকশন গ্রেড মঞ্জুর করা হয়। বর্তমানে ১৪/১২/২০১৫ইং পর্যন্ত সিলেকশন গ্রেড পেতে পারেন এমন শুন্য পদ সংখ্যা (৬১৮-৪৪৪)= ১৮৪ জন। বিদ্যমান গ্রেডেশন তালিকার ৭৭০৬ হতে ৭৮৮৯ পর্যন্ত মোট ১৮৪ জনের সিলেকশন গ্রেড প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষন করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১২ঃ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক বাবু চৈতন্য কুমার দাস এর বিভিন্ন দুর্নীতি প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-১২ঃ (ক) বাবু চৈতন্য কুমার দাস, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং এর পরিচালক থাকা কালে তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজস্ব খাতভূক্ত অর্থ দ্বারা নিম্ন মানের সিঙ্গেল ক্রস ভূট্টা বীজ এবং নিম্ন মানের ধৈঞ্চা বীজ তার নিকট আত্মীয়দের মাধ্যমে কম মূল্যে ক্রয় করে প্রকল্পের সাথে জড়িত বাংলাদেশের সকল জেলা উপজেলার কৃষি কর্মকর্তাদেরকে সাতক্ষীরা ও চুয়াডাঙ্গার একটি নিদিষ্ট কোম্পানি থেকে নিম্নমানের বীজ অধিক মূল্যে ক্রয় করতে বাধ্য করেছেন এবং আর্থিক ভাবে লাভবান হয়েছেন। তাছাড়া তিনি একই কায়দায় সাতক্ষীরা থেকে কৃষকদের বীজ সংরক্ষণের জন্য নিম্নমানের ভাঙ্গা ও পুরাতন ড্রাম সরবরাহ করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন। তার এই স্বেচ্ছাচারীতার কারণে সরকারের রাজস্বখাতের লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাট হয়েছে।

(খ) তিনি কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সরেজমিন উইং এর পরিচালকের (বর্তমানে পিআরএল ভোগরত) ক্ষমতার অপব্যবহার করে কৃষকদেরকে বঞ্চিত করে আর্থিকভাবে লাভবান হয়েছেন এবং দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের সহায়তা করে লক্ষ লক্ষ টাকা লোপাটের সুযোগ করে দিয়েছেন বলে অত্র সভা মনে করে। বিষয়টির সুষ্ঠু তদন্ত সাপেক্ষে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষসহ মাননীয় কৃষি মন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো।

(গ) সরেজমিন উইং এর সাবেক পরিচালক দুর্নীতিবাজ বাবু চৈতন্য কুমার দাস চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কিছুটা হলেও কলংকমুক্ত হয়েছে বলে অত্র সভা মনে করে। তার আত্মসাতকৃত সরকারী অর্থ উদ্ধারসহ দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দুর্নীতি দমন কমিশনের হস্তক্ষেপ কামনা করা হলো এবং এ বিষয়ে দুর্নীতি দমন কমিশনে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১৩ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির বার্ষিক, কল্যাণ ও বকেয়া চাঁদা প্রদান প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-১৩ঃ (ক) ২০১৪, ২০১৫, ২০১৬ ও ২০১৭ সনের কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ষিক এবং কল্যাণ তহবিলের চাঁদা পরিশোধ করার জন্য ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশের সকল সদস্যদেরকে অনুরোধ করা হলো।

(খ) যে সকল জেলা ২০১৬ সাল পর্যন্ত চাঁদা পরিশোধ করেছেন তাদেরকে জাতীয় কমিটির পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানানো হয় এবং অতিদ্রুত বকেয়া চাঁদাসহ ২০১৭ সালের চাঁদা পরিশোধ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

আলোচ্যসূচী-১৪ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন প্রসঙ্গে।

সিদ্ধান্ত-১৪ঃ ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর প্রধান কার্যালয় স্থাপন করার জন্য কৃষি খামার সড়ক, ফার্মগেট, ঢাকায় এক খন্ড জমি বরাদ্দের জন্য মাননীয় মহাপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও মাননীয় সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় কে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলো।

সিদ্ধান্ত-১৫ঃ (ক) ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর গঠনতন্ত্র সংশোধন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটি কর্তৃক অনুমোদনের পর বিদ্যমান এবং প্রস্তাবিত গঠনতন্ত্রের কপি জাতীয় কমিটির উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে প্রদান করা হয়। আগামী জাতীয় কমিটির সভায় বিস্তারিত আলোচনার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

(খ) ২৬/০৫/২০১৭ইং তারিখে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির রেজুলেশন যথাযথ, যগোপযোগী ও ন্যায় সংগত হওয়ায় অত্র সভার পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটিকে অভিন্দনসহ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হলো।

(গ) কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মহিলা সম্পাদক সবিতা মুখার্জী গঠনতন্ত্র বিরোধী ও সংগঠনের জন্য ক্ষতিকর কার্যক্রমে জড়িত থাকায় কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির মহিলা সম্পাদক পদ ও ডিকেআইবি সদস্য পদ থেকে বহিস্কার করার জন্য গত ১৫/০৯/২০১৭ইং তারিখ কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়টি জাতীয় কমিটির সভায় অনুমোদন করা হলো।

(ঘ) মোঃ রফিকুল ইসলাম, এসএএও, পিতাঃ উজির আলী বিশ্বাস, সদর, যশোর, ডিকেআইবি সদস্য নম্বর-৮৯৯৭ এর আবেদনের প্রেক্ষিতে তার প্রাথমিক সদস্য পদসহ বহিস্কার আদেশ গত ১৫/০৯/২০১৭ইং তারিখের কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় প্রত্যাহার করা হয় এবং এ বিষয়ে জাতীয় কমিটির সভায় অনুমোদন করা হলো।

(ঙ) ডিকেআইবি কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির নামে কতিপয় ষড়যন্ত্রকারী প্রায়ই **Facebook** এ নানা রকম ষ্ট্যাটাস দিয়ে সংগঠন বিরোধী কর্মকান্ডে লিপ্ত থাকাসহ সাধারণ সদস্যদেরকে উস্কানী মূলক তথ্য দিয়ে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। এ বিষয়ে তদন্ত করে একটি প্রতিবেদন প্রদান করার জন্য ১৫/০৯/২০১৭ইং তারিখে কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সভায় নিম্নে উল্লেখিত কেনিক সদস্যদের নিয়ে একটি সাব-কমিটি গঠন করা হয়।

০১। শেখ শহীদ মোঃ আব্বাছ	সাংগঠনিক সম্পাদক	আহবায়ক
০২। মোঃ আবুল বাশার	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক	সদস্য
০৩। সোহেল মোহাম্মদ সোহান	সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক (সংস্থা)	সদস্য

পরিশেষে সভাপতি সাহেব উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দকে সংগঠনের বৃহত্তর স্বার্থে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বজায় রেখে বিভাগীয় ও সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে অর্পিত দায়িত্ব পালনে আন্তরিক হওয়ার অনুরোধ করে কৃষকদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নিজ নিজ দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের উদাত্ত আহবান জানান এবং উপস্থিত নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

স্বাক্ষর/-এ.টি.এম আবুল কাশেম
সভাপতি
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ

স্মারক নং-ডিকেআইবি/২৯৭ তারিখঃ ১৬/০৯/২০১৭ইং

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য অনুলিপি প্রেরন করা হলোঃ

০১. মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০২. মাননীয় মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৩. মাননীয় মন্ত্রী, কৃষি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৪. মাননীয় মন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৫. মাননীয় মন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।
০৬. মাননীয় মন্ত্রী, ... মন্ত্রণালয় ও সদস্য বেতন বৈষম্য দূরীকরণ মন্ত্রী সভা কমিটি।
০৭. মাননীয় প্রতিমন্ত্রী,.. মন্ত্রণালয় ও সদস্য বেতন বৈষম্য দূরীকরণ মন্ত্রী সভা কমিটি।
০৮. মাননীয় সভাপতি, কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কীত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি।
০৯. মাননীয় মূখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
১০. মাননীয় চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. মাননীয় সিনিয়র সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১২. মাননীয় সিনিয়র সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
১৩. মাননীয় সিনিয়র সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৪. মাননীয় মহা-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।
১৫. মাননীয় মহাপরিচালক, বিএআরআই/বিআরআরআই,জয়দেবপুর,গাজীপুর।
১৬. মাননীয় মহাপরিচালক, বিজেআরআই,মানিক মিয়া এভিনিউ, ঢাকা/বিনা,ময়মনসিংহ/এসআরআই, ঈশ্বরদী,পাবনা।
১৭. মাননীয় নির্বাহী পরিচালক, তুলা উন্নয়ন বোর্ড, খামার বাড়ী, ঢাকা।
১৮. মাননীয় পরিচালক,---।
১৯. মাননীয় অতিরিক্ত পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর,---------------------------------।
২০. মাননীয় অধ্যক্ষ,এ,টি,আই---।
২১. মাননীয় উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর...................................... জেলা।
২২. সভাপতি, বঙ্গবন্ধু ডিপ্লোমা কৃষিবিদ পরিষদ।
২৩. ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন, বাংলাদেশ এর কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সকল কর্মকর্তা বৃন্দ।
২৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ----------------------অঞ্চল/জেলা/সংস্থা/মহানগর শাখা।
২৫. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা, ... উপজেলা,...............................জেলা /থানা সার্কেল কৃষি কর্মকর্তা, তেজগাঁও/মেট্রোপলিটন কৃষি কর্মকর্তা,.................................ইউনিট, ঢাকা মহানগর ।
২৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক, ... উপজেলা..............জেলা/তেজগাও থানা সার্কেল/................ইউনিট শাখা ।
২৭. জনাব ....।
২৮. অফিস নথি।

(মোঃ আলফার্জ উদ্দিন)
মহাসচিব (ভারপ্রাপ্ত)
ডিপ্লোমা কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন,বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৮১৯-৪২৫০১৫।